গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

প্রকাশনায়
কল্যাণ প্রকাশনী
(পরিচালনায় : বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন)
৪৩৫/ক, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩৫৮১৭৭., মোবাইল : ০১৭১৫০১৬৮৫৮

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর- ১৯৮৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী- ১৯৯৮
তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল- ২০০৫
চতুর্থ মুদ্রণ : জানুয়ারী- ২০০৯
পঞ্চম মুদ্রণ : মার্চ ২০১২
৬ষ্ঠ মুদ্রণ : জুলাই- ২০১৫
৭ম মুদ্রণ : নভেম্বর -২০১৬

নির্ধারিত মূল্য : ১০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ভূমিকা

১৯৬৫ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইনের আওতায় ১৯৬৮ সালে ২৩শে মে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালের শিল্প-সম্পর্ক অধ্যাদেশ ও ১৯৭৭ সালের শিল্প-সম্পর্ক বিধিমালার বিধান মোতাবেক ১৯৮০ সালে ১৫ই মে নিবন্ধন লাভ করে যাব রেজিস্ট্রেশন নম্বর বা. জা. ফে- ৮। বহু চড়াই উৎরাই পার হয়ে ফেডারেশনটি শ্রমিক কর্মচারীদের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে আসছে। দেশে ২৫টি আইনকে সমন্বিত করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১১ই অক্টোবর '০৬ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ আইনটি পাশ করে। এই আইনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি সহজীকরণ, শ্রম আদালতের মান বৃদ্ধি; দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি, মজুরীবোর্ড সহজীকরণ। অন্য কোন আদালতে শ্রম সংক্রান্ত মামলা অধিকার প্রতিষ্ঠার করার পেছনে এই ফেডারেশনের অবদান রয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র উক্ত আইনগুলোর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রণয়ন করা ছিল সময়ের দাবী। এ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠনতন্ত্র সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং গঠনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাবনাসমূহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদে বিস্তারিত আলোচনার পর তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম অধ্যায়

নামকরণ

ধারা-১

এই ফেডারেশনের নাম হইবে–

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ধারা-২

ইহা বাংলাদেশের কল-কারখানা এবং কৃষি খামার সহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিক সাধারণের কল্যাণের নিমিত্তে একটি জাতীয় ফেডারেশন।

ধারা-৩

ইহার কেন্দ্রীয় দপ্তর ৪৩৫/ক, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ হইবে। ঠিকানা পরিবর্তনের ৩০ দিনের মধ্যে শ্রম পরিচালককে অবহিত করিতে হইবে। বিধি মোতাবেক সনদপত্রে ঠিকানা সন্নিবেশিত করে অনুমোদন লইতে হইবে।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ধারা-৪

(ক) ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমজীবি মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা।

(খ) আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পথে ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।

(গ) শ্রমিক সাধারণের মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা এবং সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করা।

(ঘ) শ্রমিকদের মধ্যে ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস, পারস্পরিক ঐক্য, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধের মনোভাব সৃষ্টি করা।

(ঙ) শ্রমিকদের চাকুরীর অধিকার, মর্যাদা, স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

(চ) শ্রমিক সাধারণের জন্য আইনের সহযোগিতা সহজ লভ্য করা।

(ছ) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সুপারিশ ও কনভেনশন প্রয়োগ করার চেষ্টা করা।

(জ) অনুমোদিত ইউনিয়ন সমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

(ঝ) শ্রমিকদের মধ্যে সমাজ, রাষ্ট্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধির মনোভাব জাগ্রত করা।

(ঞ) মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সংগঠন ও সমাবেশ করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

(ট) অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়নগুলির ধর্মঘট করার আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

(ঠ) পেশা উপযোগী ও নৈতিকতাসম্পন্ন শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

(ড) ন্যূনতম মৌলিক চাহিদার ভিত্তিতে শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণ ও দৈনন্দিন জীবনের মান উন্নয়নের চেষ্টা করা এবং প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ প্রদানের আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা করা।

(ঢ) শ্রমআইনের আলোকে প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আইনী সহায়তা প্রদান করা।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য সকল প্রকার শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন চালাইয়া যাইবে, যাহার চূড়ান্ত লক্ষ্য হইবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

সদস্য পদ

ধারা- ৫

বাংলাদেশে অবস্থিত যে কোন রেজিষ্ট্রার্ড ইউনিয়ন ফেডারেশনের গঠনতান্ত্রিক নিয়ম কানুন মানিয়া ইহার সদস্য হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুমোদন

ধারা- ৬

(ক) শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অনুমোদন লাভের জন্য যে কোন রেজিষ্টার্ড ইউনিয়নকে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করিতে হইবে-

১. ফেডারেশনের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

২. আবেদনকারী ইউনিয়নকে ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আন্দোলনের ধারা, নির্দেশ ও নিয়মকানুন অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে।

৩. গঠনতন্ত্রে বর্ণিত ভর্তি ফি, বাৎসরিক চাঁদা এবং ফেডারেশন কর্তৃক সময়ে সময়ে ধার্য্যকৃত বিশেষ চাঁদা প্রদান করিতে অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন বাধ্য থাকিবে।

৪. আবেদনকারী ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের অনুলিপি, কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের তালিকা এবং উপযুক্ত হিসাব রক্ষক কর্তৃক নিরক্ষিত বাৎসরিক হিসাব নিকাশের অনুলিপি ফেডারেশনের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৫. (ক) আবেদনকারী ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র মোতাবেক ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্তির জন্য সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবের অনুলিপি পাঠাইতে হইবে।

(খ) অনুমোদন করার ক্ষমতা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে। অনুমোদনের জন্য পেশকৃত যে কোন আবেদন ফেডারেশনের ঘোষণা ও গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী হইলে তা বাতিল করিতে পারিবে, তবে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কোন আবেদন পত্র বাতিল করিলে সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদন অথবা বাতিল করিবার ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের থাকিবে।

(গ) শ্রমিকদের কল্যাণকামী ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে উৎসাহী ব্যক্তিগণ নির্ধারিত ফরমে ফেডারেশনের সদস্য হইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে। তবে ইহাদের সংখ্যা কার্যকরী কমিটির মোট সদস্যের $\frac{১}{৪}$ ভাগ এর অধিক হইতে পারিবে না। আবেদন মঞ্জুর বা বাতিল করিবার এখতিয়ার কেন্দ্রীয় কার্যকারী পরিষদের থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অনুমোদিত ইউনিয়নের দায়িত্ব

ধারা- ৭

(ক) প্রত্যেক অনুমোদিত ইউনিয়নের সদস্য রেজিষ্ট্রার, হিসাবের খাতা, কার্যবিবরণী, দলিল দস্তাবেজ ও অন্যান্য খাতাপত্র নিয়মিত রাখিতে হইবে।

(খ) ফেডারেশনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি চাহিলেই ইউনিয়নের খাতাপত্র দেখাইতে ও সংশ্লিষ্ট যে কোন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

(গ) কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট বিভাগীয় সভাপতির মাধ্যমে বার্ষিক রিটার্নের অনুলিপি পাঠাইতে হইবে।

(ঘ) ফেডারেশনের আওতাভূক্ত কোন ইউনিয়ন ইহার গঠনতন্ত্র অমান্য করিতে পারিবে না।

(ঙ) কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় অফিসের নিকট অনুমোদিত ইউনিয়নের বাৎসরিক সভার নোটিশ ১৫ দিন পূর্বে পাঠাইতে হইবে যাহাতে সভার কার্যাবলী পরিদর্শনার্থে ফেডারেশনের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে।

(চ) ফেডারেশনকে পূর্বাহ্নে জ্ঞাত না করিয়া কোন ইউনিয়ন ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে না এবং এ ব্যাপারে দেশের প্রচলিত আইন মানিয়া চলিতে হইবে।

(ছ) মীমাংসার সকল পথ রুদ্ধ না হইয়া গেলে এবং $\frac{৩}{৪}$ অংশ সদস্য ধর্মঘটের পক্ষে মত প্রদান না করিলে কোন ইউনিয়ন ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান অথবা ধর্মঘট করিতে পারিবে না।

(জ) যদি কোন ইউনিয়ন উপরোক্ত নিয়মাবলী অমান্য করে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ প্রয়োজনবোধ করিলে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে ইউনিয়নকে ইহার কার্যাবলীর ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ দিতে হইবে।

ধারা- ৮

প্রত্যেক অনুমোদিত ইউনিয়নের ফেডারেশন ত্যাগ করিবার ক্ষমতা থাকিবে। তবে সেই সিদ্ধান্ত সাধারণ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

চাঁদা

ধারা- ৯

ইউনিয়নকে ফেডারেশন কর্তৃক ধার্যকৃত ভর্তি ফি, নিয়মিত চাঁদা ও বিশেষ চাঁদা দিতে হইবে।

পাতা-২

ধারা- ১০

(ক) কোন ইউনিয়ন ফেডারেশনের অনুমোদন প্রার্থী হইলে আবেদন পত্রের সঙ্গে ২০০ (দুইশত) টাকা ভর্তি ফি জমা দিতে হইবে। ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে এই ভর্তি ফি ফেরৎ দেওয়া হইবে।

(খ) অনুমোদিত ইউনিয়নের মাসিক আয়ের ২৫% ভাগ টাকা ফেডারেশনের চাঁদা বাবদ দিতে হইবে।

(গ) ফেডারেশনের সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রত্যেক প্রতিনিধিকে ২০.০০ (বিশ) টাকা ডেলিগেট ফি দিতে হইবে।

(ঘ) **জরুরী তহবিল ঃ** সংগঠন অথবা শ্রমিক স্বার্থে যে কোন জরুরী কারণে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তানুযায়ী চাঁদা গ্রহণ করা যাইবে।

(ঙ) ফেডারেশনের যাবতীয় চাঁদা, বিশেষ চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি ছাপানো রশিদের মাধ্যমে গ্রহণ করা হইবে।

চাঁদা আদায়

ধারা- ১১

(ক) মাসিক চাঁদা প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

(খ) জরুরী তহবিলের চাঁদা প্রয়োজনানুযায়ী বৎসরের যে কোন সময় আদায় করা যাইবে।

(গ) যদি কোন ইউনিয়নের মাসিক দেয় চাঁদা পর পর ছয় মাস অনাদায়কৃত থাকে ফেডারেশন সেই ইউনিয়নের অনুমোদন বাতিল করিতে পারিবে তবে অনুমোদন বাতিলের পূর্বে সেই ইউনিয়নকে কারণদর্শানো নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(ঘ) যদি চাঁদা অনাদায় এর জন্য অনুমোদন বাতিল হইয়া যায় তাহা হইলে সেই ইউনিয়ন বকেয়া ও চলতি চাঁদা দিয়া পুনঃঅনুমোদন নিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

তহবিল

ধারা-১২

(ক) তহবিল বলিতে ফেডারেশনের তহবিল বুঝাইবে। ইউনিয়ন সমূহের দেয় ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা, জরুরী চাঁদা ইত্যাদি হইতে ফেডারেশনের তহবিল সংগৃহীত হইবে।

(খ) **তহবিল সংরক্ষণ ঃ** কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তহবিল বাংলাদেশের যে কোন অনুমোদিত ব্যাংক অথবা ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

(গ) **তহবিল পরিচালনা ঃ** সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের উপর তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত থাকিবে। কোষাধ্যক্ষ সহ যে কোন দুই জনের যুক্ত স্বাক্ষরে টাকা পয়সা ব্যাংক হইতে উত্তোলন করা যাইবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

পরিষদ

ধারা-১৩

(ক) **ফেডারেশনের সাংগঠনিক স্তর নিম্নরূপ :**

১. কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ।
২. কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ।
৩. কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ।
৪. কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ।
৫. বিভাগ/ মহানগরী কার্যকরী পরিষদ।
৬. জিলা কার্যকরী পরিষদ।
৭. পৌরসভা ও উপজেলা কার্যকরী পরিষদ।
৮. অঞ্চল ও ইউনিয়ন কার্যকরী পরিষদ।
৯. অনুমোদিত ইউনিয়ন।

(খ) **কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ নিম্নলিখিত ভাবে গঠিত হইবে :**

১. অনুমোদিত ইউনিয়ন সমূহ হইতে নিম্নহারে মনোনীত কাউন্সিলার :

২৫	হইতে	১০০	সদস্যের জন্য	২	জন প্রতিনিধি।
১০১	"	৫০০	" "	৫	" "
৫০১	"	১০০০	" "	৭	" "
১০০১	"	৫০০০	" "	১০	" "
৫০০১	"	১০০০০	" "	১২	" "
১০০০১	"	এর উর্ধ্বে	" "	১৫	" "

২. বিভাগ/মহানগরী, জেলা, পৌরসভা, উপজেলা, অঞ্চল ও ইউনিয়ন কমিটি সমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ পদাধিকার বলে কাউন্সিলার হইবেন।

(গ) বিভাগ/ মহানগরী সাধারণ পরিষদ নিম্নলিখিত ভাবে গঠিত হইবে।

১. ১৩ ধারা (খ/১) উপ-ধারায় বর্ণিত হারে মনোনীত কাউন্সিলার এবং

২. জিলা, পৌরসভা, উপজেলা/অঞ্চল ও ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ পদাধিকার বলে কাউন্সিলার হইবেন।

(ঘ) জিলা সাধারণ পরিষদ নিম্নলিখিত ভাবে গঠিত হইবেঃ

১. ১৩ ধারা (খ/১) উপ-ধারায় বর্ণিত হারে মনোনীত কাউন্সলার এবং

২. পৌরসভা, উপজেলা/ আঞ্চলিক কমিটি সমূহের সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ পদাধিকার বলে কাউন্সিলার হইবেন।

(ঙ) **ইউনিয়ন সাধারণ পরিষদ**

অনুমোদিত ইউনিয়ন সমূহের সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদ নিজস্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত হইবে।

ধারা-১৪

(ক) অনুমোদিত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদককে তাহার ইউনিয়নের প্রতিনিধির নাম এবং ঠিকানা সেশন আরম্ভ হইবার ১৫ দিন পূর্বে ফেডারেশন বরাবর পাঠাইতে হইবে।

(খ) ইউনিয়নের সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকের প্রদত্ত মনোনীত হওয়ার সার্টিফিকেট দেখালেই প্রতিনিধি কার্ড দেওয়া হইবে।

(গ) সাধারণ সেশনে আলোচনার জন্য প্রস্তাব পাঠাইতে হইলে তাহা ইউনিয়নের সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষর যুক্ত হইতে হইবে এবং তাহা সম্মেলনের ১৫ দিন পূর্বে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(ঘ) ফেডারেশনের সভায় অন্যান্য কার্যাবলী হইতে অফিসিয়াল কার্যাবলী বেশী গুরুত্ব পাইবে।

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা

ধারা-১৫

(ক) গঠনতন্ত্রের ও ঘোষণাপত্রের সংগে সামঞ্জস্য রাখিয়া ফেডারেশনের কার্যাবলী পরিচালনা করা।

(খ) গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রের সংগে সামঞ্জস্য রাখিয়া উপ-ধারা সমূহ প্রণয়ন করা।

(গ) বিশেষ সম্মেলন অথবা দ্বিতীয় বর্ষে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ পরিষদের সম্মেলন ও বাৎসরিক সম্মেলনের অনুমোদন সাপেক্ষে গঠনতন্ত্র সংশোধন করা।

(ঘ) কোন অনুমোদিত ইউনিয়ন অথবা সাধারণ পরিষদের সদস্য যদি গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র বিরোধী কার্য করেন অথবা শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কোন কার্যে লিপ্ত হন তাহা হইলে সাধারণ পরিষদ শৃঙ্খলা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। তবে ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে অভিযুক্ত ইউনিয়ন অথবা সদস্যকে তাহার কার্যের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দিতে হইবে। গঠনতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনের কল্যাণে এবং তদানুরূপ অন্যান্য কার্য ও সাধারণ পরিষদ করিতে পারিবে।

(ঙ) দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাগণ সাধারণ সদস্যদের গোপন ব্যালটে অথবা কণ্ঠ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ

ধারা-১৬

(ক) নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তা এবং সদস্য সমন্বয়ে ফেডারেশনের একটি কার্যকরী পরিষদ থাকিবে। দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ পরিষদের সভায় ভোটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ নির্বাচিত হইবে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ৩৫ জন হবে।

১.	সভাপতি	১ জন
২.	সহ-সভাপতি	৪ জন
৩.	সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪.	সহ-সাধারণ সম্পাদক	৬ জন
৫.	সহ-সাধারণ সম্পাদক (মহিলা)	১ জন
৬.	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৭.	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৮.	কোষাধ্যক্ষ	১ জন
৯.	দপ্তর সম্পাদক	১ জন
১০.	প্রচার সম্পাদক	১ জন
১১.	সহ প্রচার সম্পাদক	১ জন
১২.	ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক	১ জন
১৩.	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক	১ জন
১৪.	পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১ জন
১৫.	সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন
১৬.	আইন আদালত সম্পাদক	১ জন
১৭.	সাহায্য ও পূনর্বাসন সম্পাদক	১ জন
১৮.	সদস্য	১০ জন

মোট = ৩৫

(খ) কার্যকরী পরিষদের সভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করা যাইবে।

নির্বাহী পরিষদ

ধারা-১৭

(ক) কেন্দ্র, বিভাগ/মহানগরী, জেলা, উপজেলা ও অঞ্চলসমূহে কাজের সুবিধার জন্য ৫-১১ সদস্যের একটি নির্বাহী পরিষদ থাকিবে, যা সক্রিয়ভাবে নির্বাহী কাজ পরিচালনা করিবে।

(খ) কেন্দ্র, বিভাগ/মহানগরী, জেলা, উপজেলা/অঞ্চল সভাপতি কার্যকরী পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া নির্বাহী পরিষদ সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন।

(গ) সভাপতি পদাধিকার বলে নির্বাহী পরিষদের সভাপতি হবেন। সভাপতি, সেক্রেটারী ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

(ক) কেন্দ্রীয় সভাপতি কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্যকরী পরিষদ সদস্যদের মধ্য হতে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠন করিতে পারিবেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি হইবেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি যখনই প্রয়োজন বোধ করিবেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করিতে পারিবেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবে এবং উহার কাজের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(খ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ও যে কোন স্তরের কার্যকরী পরিষদের কোন পদ শূন্য হইলে সংশ্লিষ্ট কার্যকরী পরিষদের কোরাম বৈঠকের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে উক্ত পদ পূরণ করা হইবে।

(গ) কোন ইউনিয়ন কিংবা কোন কর্মকর্তা ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের কোন ধারা লংঘন করিলে কিংবা শৃঙ্খলার পরিপন্থী কাজ করিলে কিংবা ফেডারেশনের জন্যে ক্ষতিকর কাজে সহযোগিতা করিলে কিংবা চাঁদা প্রদানে অনীহা দেখাইলে কিংবা ফেডারেশনের দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করিলে তাহার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ যে কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

নবম অধ্যায়

কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা ও কর্তব্য

ধারা- ১৮

(ক) সভাপতি

তিনি কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ, কার্যকরী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। ফেডারেশনের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে তিনি সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে পরিচালনা করিবেন। যদি কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয় তবে তিনি ফেডারেশনের উপদেষ্টা পরিষদের সাথে পরামর্শ করিবেন এবং পরামর্শের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। কোন বিষয়ে সমান সংখ্যক ভোট হইলে তিনি কাষ্টিং ভোট দিতে পারিবেন। তিনি কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির নিকট ফেডারেশনের সার্বিক বিষয়ে দায়ী থাকিবেন।

(খ) সহ-সভাপতি

সহ-সভাপতিগণ সভাপতির কাজে সহযোগিতা করিবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সভাপতির ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(গ) সাধারণ সম্পাদক

তিনি সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্তাবলী কার্যকরী করিবেন। ফেডারেশনের সকল প্রকার রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিবেন এবং সংগঠনের সকল স্তরের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন। তিনি বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করিবেন। সভাপতির পরামর্শক্রমে তিনি সকল প্রকার সভা আহ্বান করিবেন। তিনি বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দের কার্যাবলী তদারক করিবেন। তিনি ফেডারেশনের সার্বিক বিষয়ে সভাপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

(ঘ) সহ-সাধারণ সম্পাদক

সহ-সাধারণ সম্পাদকগণ সাধারণ সম্পাদকের সংগে সকল কাজে সহযোগিতা করিবেন, তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ, সাধারণ পরিষদ এবং সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত ফেডারেশনের কার্য পরিচালনা করিবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সহ-সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ঙ) সাংগঠনিক সম্পাদক

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে সাংগঠনিক সম্পাদকের উপর ফেডারেশনের সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব থাকিবে। তিনি ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত সদস্য ইউনিয়নের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন সমূহের অভিযোগ দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। তাহা ছাড়া সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(চ) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক

সার্বিক কাজে সাংগঠনিক সম্পাদককে সাহায্য করিবেন।

(ছ) কোষাধ্যক্ষ

ফেডারেশনের সভাপতি এবং কার্যকরী পরিষদ ও সদস্য ইউনিয়নসমূহ কর্তৃক দেয় তহবিল হেফাজত ও ব্যাংকে গচ্ছিত করার দায়িত্ব কোষাধ্যক্ষের। সমস্ত তহবিল তাঁহার কাছে জমা হইবে। তিনি জমা খরচের হিসাব নিকাশ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় হিসাবের খাতা রাখিবেন।

(জ) দপ্তর সম্পাদক

দপ্তর পরিচালনার সকল দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিবে। তিনি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশ ও পরামর্শ মোতাবেক দপ্তর চালাইবেন এবং বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদক ও বিভিন্ন বিভাগের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করিবেন। এছাড়া অফিসের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ফাইল, রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিবেন।

(ঝ) প্রচার সম্পাদক

ফেডারেশনভূক্ত সদস্য ইউনিয়ন সমূহ এবং দেশের শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ফেডারেশন যে সকল কাজ করিবে তাহা সঠিকভাবে ফেডারেশনের সদস্য ইউনিয়নসহ শ্রমিকদের ও সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করিবেন।

(ঞ) সহ প্রচার সম্পাদক

সার্বিক কাজে প্রচার সম্পাদককে সাহায্য করিবেন।

(ট) ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক

ফেডারেশনের আওতাভূক্ত সকল ট্রেড ইউনিয়নের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ঠ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক

সভাপতির সাথে পরামর্শ করে প্রচলিত শ্রম আইন ও নৈতিকতা বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।

(ড) পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক

সভাপতির সাথে পরামর্শ করে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তরে রক্ষিত আইন ও অন্যান্য বিষয়ের পুস্তকাদি সংরক্ষন ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ইহা ছাড়া ফেডারেশনের পক্ষ হইতে বিভিন্ন সাময়িকী, প্রচারপত্র, প্রকাশনা সংরক্ষণ ও বিলির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(ঢ) সাংস্কৃতিক সম্পাদক

দেশের কৃষ্টি ও ইসলামী আদর্শ ফেডারেশনের সদস্য ও দেশের মেহনতি মানুষের মধ্যে প্রচার ও সম্প্রসারণের জন্য তাহার কর্ম প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকিবে।

(ণ) আইন আদালত সম্পাদক

ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়নসমূহ ও নির্যাতিত শ্রমিক কর্মচারীদের প্রয়োজনে আইন ও আদালত সম্পর্কিত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবেন।

(ত) সাহায্য ও পূনর্বাসন সম্পাদক

তিনি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ মোতাবেক সাহায্য ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন।

দশম অধ্যায়

সভা

ধারা-১৯

(ক) বৎসরে প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

(খ) জরুরী পরিস্থিতিতে প্রতিনিধি সভা অথবা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভা আহ্বান করা যাইতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায়

ধারা-২০

(ক) কেন্দ্র, বিভাগ/মহানগরী, জেলা, পৌরসভা, উপজেলা এবং আঞ্চলিক কার্যকরী পরিষদের গঠন পদ্ধতি : কেন্দ্র, বিভাগ/ মহানগরী, জেলা, উপজেলা এবং অঞ্চল সমূহের বা অন্য কোন পর্যায়ের কার্যকরী পরিষদ সমূহের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ উক্ত পর্যায় সমূহের দ্বিতীয় বর্ষে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ পরিষদের সদস্যগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

সভার বিজ্ঞপ্তি

ধারা- ২১

(ক) সভাপতির সংগে আলোচনা করিয়া সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সভার স্থান এবং সময় উল্লেখপূর্বক কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন।

(খ) কোন জরুরী পরিস্থিতিতে সভাপতির নির্দেশে/পরামর্শে সাধারণ সম্পাদক স্বল্প সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে যে কোন সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। তবে সেই সভার কার্যবিবরণী ও প্রস্তাবাবলী পরবর্তী সাধারণ পরিষদ অথবা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইতে হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের ক্ষমতা

ধারা- ২২

(ক) সংগঠনের প্রধান কার্যকরী সংসদ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ। ইহা সাধারণ পরিষদের নির্দেশাবলী কার্যকরী করিবে।

(খ) ইহার দুই বৎসরের আয়ুষ্কালের মধ্যে কোন জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে শ্রমিক সমাজের স্বার্থানুযায়ী কাজ করিবে।

(গ) ইউনিয়ন সমূহের মতানুযায়ী ইহা আলাপ আলোচনা ও মিমাংসার প্রচেষ্টা চালাইবে।

(ঘ) দেশের যে কোন শিল্প বিরোধ মিমাংসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(ঙ) ইহার কার্যকালে অন্তর্ভূক্তির জন্য আবেদন করিলে দেশের যে কোন ইউনিয়নকে অনুমোদন দিতে পারিবে।

(চ) সাধারণ পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনের অনুমোদন সাপেক্ষে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভংগের দায়ে যে কোন ইউনিয়নের অনুমোদন সাসপেন্ড অথবা বাতিল করিতে পারিবে।

(ছ) ইহা জরুরী তহবিল খুলিতে অথবা অনুমোদিত ইউনিয়ন সমূহের উপর প্রয়োজন মত চাঁদা ধার্য করিতে পারিবে।

(জ) প্রয়োজন মতে ইহা উপ-কমিটি অথবা অধঃস্তন যে কোন কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে।

(ঝ) নিয়ম মোতাবেক ইহা ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের জরুরী অথবা সাধারণ সভা আহ্বান করিবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

আঞ্চলিক পরিষদ

ধারা-২৩

(ক) দেশের প্রত্যক শিল্পাঞ্চলে, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিতে পারিবে।

(খ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ যে ভাবে গঠিত হইবে আঞ্চলিক পরিষদও সেভাবে করা হইবে।

(গ) তবে কার্যকরী পরিষদ সদস্য সংখ্যা ও কর্মকর্তা পদ সমূহ প্রয়োজনবোধে বাড়াইতে ও কমাইতে পারিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

তলবী সভা

ধারা-২৪

সাধারণ সম্পাদক যদি কোন কারণে সভা আহ্বান না করেন বা আহ্বানের অস্বীকৃতি জানান তাহা হইলে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ নিয়মানুযায়ী সভা আহ্বানের জন্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। যদি সাধারণ সম্পাদক সদস্যগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে সদস্যগণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। সেই সভা তলবী সভারূপে পরিগণিত হইবে। তলবী সভার বিজ্ঞপ্তিতে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। তলবী সভার আলোচ্য বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া আলোচ্যসূচীতে উল্লেখ করিতে হইবে। শতকরা ৫১ জন সদস্যের উপস্থিতিতে তলবী সভার কোরাম হইবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের শতকরা ৭৫ জনের সমর্থন ছাড়া কোন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি

ধারা-২৫

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় অথবা সাধারণ পরিষদের সম্মেলনে সংখ্যাধিক্যের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

সম্মেলন

ধারা-২৬

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সম্মেলনের জন্য সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করিবে। প্রস্তুতি কমিটির সম্মেলনের তহবিল গঠন করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং সম্মেলন শেষে যদি কোন উদ্বৃত্ত টাকা থাকে তবে তাহা ফেডারেশনের সাধারণ তহবিলে জমা হইবে।

কোরাম

ধারা-২৭

ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ অথবা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

ধারা-২৮

দ্বিতীয় বর্ষে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। তবে কোন জরুরী পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ তাহা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

ধারা-২৯

ফেডারেশনের বাৎসরিক অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ পরিষদের সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদককে বাৎসরিক কার্যাবলীর বিবরণ, ভবিষ্যৎ কর্মসূচী, যোগ্য হিসাব পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত হিসাব পেশ করিতে হইবে। সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট সম্মেলনে পেশ করার পূর্বে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বিবেচনার জন্য পেশ করিতে হইবে।

ষষ্টাদশ অধ্যায়

উপদেষ্টা পরিষদ

ধারা- ৩০

(ক) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে।

(খ) অনূর্ধ ১৭ জন সদস্য লইয়া উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে।

(গ) ফেডারেশনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, বিভাগীয় সভাপতি ও মহানগরী সভাপতিগণ পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হইবে।

(ঘ) ফেডারেশনের সভাপতি কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া অন্যান্য সদস্য মনোনীত করিবেন।

সপ্তাদশ অধ্যায়

শপথ

ধারা-৩১

(ক) ফেডারেশনের নব-নির্বাচিত কর্মকর্তাগণকে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য শপথ গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) ফেডারেশনের নব-নির্বাচিত সভাপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করাইবেন নির্বাচন কমিশনার এবং নব-নির্বাচিত পরিষদের সদস্যগনকে শপথ বাক্য পাঠ করাইবেন ফেডারেশনের সভাপতি।

অষ্টাদশ অধ্যায়

গঠনতন্ত্র সংশোধন

ধারা-৩২

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য এজেন্ডা উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া গঠনতন্ত্র সাধারণ পরিষদের সভায় দ্বিতীয় বর্ষে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ পরিষদের সম্মেলনে অথবা বিশেষ সম্মেলনে দুই-তৃতীয়াংশ উপস্থিত সদস্যের ভোটে সংশোধন করা যাইবে।

উনবিংশ অধ্যায়

বিপুপ্তি ঘোষণা

ধারা-৩৩

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বিলুপ্তি ঘোষণার জন্য আহুত বিশেষ সম্মেলনে তিন চতুর্থাংশ উপস্থিত সদস্যের ভোটে ফেডারেশন বিলুপ্ত করা যাইবে। শতকরা ৭৫জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষকালের মধ্যে ইহা রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়নকে অবহিত করিতে হইবে এবং তাহার অনুমোদন ব্যতিরেকে এই বিলুপ্তিকরণ কার্যকরী হইবেনা।

পরিশিষ্ট-১

সভাপতি/সহ-সভাপতির শপথনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি.....

পিতা ..... যাহাকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয়/.....বিভাগীয়/ মহানগরী/ জিলা/উপজেলা/ পৌরসভা/ অঞ্চল/ ইউনিয়নের সভাপতি/ সহ-সভাপতি নির্বাচিত/ নিযুক্ত করা হইয়াছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া ওয়াদা করিতেছি যে, আমি–

১. আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিব ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করিব।

২. বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য জান-প্রাণ দিয়া কাজ করাকে আমার প্রধানতম কর্তব্য মনে করিব।

৩. নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুবিধা অপেক্ষা ফেডারেশনের স্বার্থ ও উহার দায়িত্বসমূহকে অগ্রাধিকার দান করিব।

৪. ফেডারেশনের জনশক্তির মধ্যে সর্বদাই নিরপেক্ষতা ও ইনসাফের ভিত্তিতে ফায়সালা করিব।

৫. ফেডারেশনের আমানতসমূহের পূর্ণ হিফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

৬. নিজে ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র মানিয়া চলিব এবং তদনুযায়ী ফেডারেশনের সংগঠন ও শৃঙ্খলা কায়েম করার ও কায়েম রাখার জন্য পূর্ণমাত্রায় চেষ্টা করিব।

৭. ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত সমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করিব।

আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালনের তওফিক দান করুন। আমিন।

স্বাক্ষর :

তারিখ :

পরিশিষ্ট-২

সাধারণ সম্পাদক, সহকারী সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরি পরিষদ সদস্য, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য, বিভাগ/মহানগরী সেক্রেটারী, বিভাগ/ মহানগরী কার্যকরী পরিষদ সদস্য/ বিভাগ/ মহানগরী নির্বাহী পরিষদ সদস্য, জিলা/ উপজেলা/ পৌরসভা/ অঞ্চল ও ইউনিয়ন সেক্রেটারী, জিলা/ উপজেলা/ পৌরসভা/ অঞ্চল ও ইউনিয়ন কার্যকরি পরিষদ সদস্য, জিলা/ উপজেলা/ পৌরসভা/ অঞ্চল ও ইউনিয়ন নির্বাহী পরিষদ সদস্যের শপথনামা–

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি.....

পিতা.....যাহাকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক, সহকারী সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরি পরিষদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য, বিভাগ/ মহানগরী সেক্রেটারী বিভাগ/ মহানগরী কার্যকরী পরিষদ সদস্য/ বিভাগ/ মহানগরী নির্বাহী পরিষদ সদস্য, জিলা/ উপজেলা/ পৌরসভা/ অঞ্চল ও ইউনিয়ন সেক্রেটারী, জিলা/ উপজেলা/ পৌরসভা/ অঞ্চল ও ইউনিয়ন কার্যকরি পরিষদ সদস্য জিলা/ উপজেলা/ পৌরসভা/ অঞ্চল ও ইউনিয়ন নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচিত/ নিযুক্ত করা হইয়াছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া ওয়াদা করিতেছি যে, আমি–

১. আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিব ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করিব।

২. বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের অনুসারী ও বাধ্য থাকিব।

৩. নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুবিধা অপেক্ষা ফেডারেশনের স্বার্থ ও উহার দায়িত্বসমূহকে অগ্রাধিকার দান করিব।

৪. কার্যকরি পরিষদের সভাসমূহ হইতে শর'য়ী ওজর ছাড়া কখনও অনুপস্থিত থাকিবনা।

৫. সকল বিষয়ে নিজের ইলম ও বিবেক অনুযায়ী নিজের প্রকৃত মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিব এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার দূর্বলতা প্রদর্শন করিবনা।

৬. ফেডারেশনের ও উহার কাজে যেখানে যে দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করিব তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিব।

৭. ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত সমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করিব;

আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালনের তওফিক দান করুন। আমিন।

স্বাক্ষর :

তারিখ :

কল্যাণ প্রকাশনী
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন